ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প:
ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মোহাম্মদ হোসেন, মো. রবিউল ইসলাম

১৬ এপ্রিল ২০১৫

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০’ অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে
- সরকারি খাতের পাশাপাশি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ উৎসাহিত করা হচ্ছে
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস নির্ভরতা কমাতে আটটি বড় আকারের এবং ১০টি ছোট আকারের আমদানি-নির্ভর কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যদিও বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে
- রামপালে কয়লা প্রকল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির আশংকায় রামসার কর্তৃপক্ষ এবং ইউনেস্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে
- বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কারণে পরিবেশগত এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে মানুষের বাস্তুচ্যুত/ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি

গবেষণার যৌক্তিকতা

- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, যেমন:
  - প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করা
  - জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বিতরণের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- বৃহদাকার উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি তথা সুশাসন বিষয়ক গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে

- এই প্রেক্ষাপটে রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন এবং ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া ও জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা এবং এর প্রয়োগ পর্যালোচনা
- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
- জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন অনুসন্ধান
- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রস্তাবনা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা
- গুণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস
নিবিড় সাক্ষাৎকার	অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক
দলীয় আলোচনা	সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী
কেস স্টাডি	সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী

পরোক্ষ তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, সরকারি প্রতিবেদন ও নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, ইআইএ প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন

গবেষণার পরিধি ও সময়

গবেষণার পরিধি

- রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা
- দুইটি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন এবং কারণ পর্যালোচনা

গবেষণার সময়

- গবেষণা কার্যক্রম নভেম্বর ২০১৪ - ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে

রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প: সাধারণ তথ্য

বিবরণ	রামপাল	মাতারবাড়ি
উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	১৩২০	১৩২০
জমি অধিগ্রহণ (একর)	১৮৩৪	১৪১৪
বাজেট (প্রায়)	১৪,৫১০ কোটি টাকা	৩৬,০০০ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ	৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা	২৩৭ কোটি টাকা
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কো. লি.	সিপিজিসিবিএল
আর্থিক বিনিয়োগ	৩০% ভারত-বাংলাদেশ সমান অংশীদারিত্ব, ৭০% ঋণ	জাইকা (ঋণ), বাংলাদেশ সরকার
প্রযুক্তি	সুপার-ক্রিটিক্যাল	আল্ট্রা-সুপার-ক্রিটিক্যাল
উৎপাদন শুরু	জুন ২০১৯	জুন ২০২১
ইআইএ সম্পাদন	সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস	টোকিও ইলেক্ট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড
প্রকল্পের অবস্থান	সাপমারি, রামপাল, বাগেরহাট	মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা: প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুসারে লাল তালিকাভুক্ত প্রকল্পের জন্য ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ ছাড়পত্র আবশ্যক

- পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে আছে: (১) স্ক্রিনিং, (২) প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, (৩) পরিপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা

- ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, প্রকল্প কার্যাবলী, পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
ইআইএ সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকার ঝুঁকি: (ক) সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রামপাল প্রকল্পের ইআইএ করেছে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাপানি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ করেছে একটি জাপানি প্রতিষ্ঠান (খ) রামপালের ইআইএ সম্পাদনে বিপিডিবি এবং এনটিপিসি থেকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা নিরপেক্ষতার মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে	ইআইএ গাইডলাইনে ইআইএ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই। ফলে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে যে প্রতিষ্ঠান দিয়ে ইআইএ সম্পাদন করা হয়েছে তাতে আইনের ব্যত্যয় ঘটে নি
পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মবহির্ভূত অনুমোদন: (ক) শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা না হলেও রামপাল এবং মাতারবাড়িতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদান করেছে (খ) রামপালের ক্ষেত্রে বন বিভাগের মতামত গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে	দুটি প্রকল্পই যেসব স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলো ফাঁকা জায়গা। ফলে এইসব স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আইনের কোন ব্যত্যয় হবে না

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
অবস্থান ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ: রামপাল প্রকল্পে অবস্থান ছাড়পত্র পাওয়ার পর শর্ত ভঙ্গ করে ইআইএ সম্পাদনের আগেই মাটি ভরাট করাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু; পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি	ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুযায়ী অবস্থান ছাড়পত্র পাওয়ার পর প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়। ইআইএ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় মূল প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় নি
শুনানি ও জনঅংশগ্রহণ যথাযথভাবে না করা: ▪ রামপাল প্রকল্পে গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে ইআইএ চূড়ান্ত; প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হুমকির মুখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ ▪ মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদনের জাতীয় পর্যায়ে শুনানির তথ্য পাওয়া যায় নি; মতবিনিময় সভাগুলো প্রকল্প এলাকায় না হওয়ায় জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে নি; সভার কার্যবিবরণীতে অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত উঠে আসে নি	▪ রামপালের ইআইএ সম্পাদনে বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার সভা, মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ ও জাতীয় পর্যায়ে গণশুনানি হয়েছে ▪ মাতারবাড়ির ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার সভা করা হয়েছে; কোন আপত্তি বা অভিযোগ না আসার কারণে মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ নিয়ে কোন গণশুনানি হয় নি

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে পরিবেশ ও মানুষের বিষয় বিবেচনায় না নেওয়া: পরিবেশগত সমীক্ষায় স্থান নির্বাচনে পরিবেশ বা মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির চেয়ে প্রকল্পের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়েছে	Feasibility study মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধা এবং পরিবেশগত ও মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় নিয়েই রামপাল ও মাতারবাড়িকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে
পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (এনভাইরনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া - ইসিএ) থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা: রামপাল প্রকল্প সুন্দরবন ইসিএ থেকে ১৪ কি.মি. ও মাতারবাড়ি প্রকল্প সোনাদিয়া ইসিএ থেকে ১৫ কি.মি.-এর মধ্যে	▪ সংরক্ষিত বনভূমি এবং জনবসতি থেকে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে; পরিবেশ দূষণ প্রশমনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
দূষিত ছাই ব্যবস্থাপনায় এর দূষণ বিবেচনা না করা: প্রকল্পের উৎপন্ন ছাই দিয়ে রামপাল প্রকল্পে ১৪১৪ একর ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ১৮৩ একর জায়গায় ছাইয়ের পুকুর তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাইক্লোন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় এসব প্রকল্প স্থাপনের ফলে উৎপাদিত ছাইয়ের দূষিত উপাদান বৃষ্টির পানির সাথে মিশে, চুঁইয়ে প্রকল্প এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তর দূষিত করবে যা প্রতিবেদনে বিবেচনা করা হয় নি	ফ্লাই এ্যাশ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য ESP ব্যবহার করা হবে এবং বটম এ্যাশ Slurry করণ পূর্বক অ্যাশ পন্ডে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে এ দুই ধরনের ছাই বাতাসে উদগীরণের কোনো সম্ভাবনা নেই

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহনের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিবেচনা না করা: ▪ জাহাজ চলাচল এবং মালামাল খালাসের ফলে সৃষ্ট শব্দ ও আলোর দূষণে সুন্দরবনের বন এবং পশুপাখির কী ক্ষতি হবে তা বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয় নি ▪ পশুর নদীতে ড্রেজিং কতখানি হবে নদীতে বসবাসকারী প্রাণীদের ওপর এর যে প্রভাব পড়বে তা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় নি	▪ বর্তমানে বিদ্যমান নৌ-পথ দিয়েই কয়লাবাহী জাহাজ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলাচল করবে, যা পরিবেশের উপর দৃশ্যমান কোন প্রভাব ফেলবে না ▪ প্ল্যান্ট বাউন্ডারিতে শব্দের মাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তর নির্ধারিত মাত্রার নিচে থাকবে; কোনো শব্দ দূষণ হবে না
কার্বনের দূষণ বিবেচনা না করা রামপাল প্রকল্পে ৮০% লোড ফ্যাক্টর ধরে প্রতিবছর ৭৯ লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে, যার ফলে সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় নি	▪ কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি বনের গাছ পালার উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না ▪ কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছ পালার খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
পানি প্রত্যাহার এবং পুনঃনির্গমণের প্রভাব মূল্যায়ন না করাঃ ▪ রামপাল প্রকল্পে পশুর নদীর প্রবাহের ১% এর কম পানি প্রত্যাহার এবং পুনরায় পশুর নদীতে নির্গত করা হবে - পানি প্রবাহের তথ্য ২০০৫ সালের ▪ পানি প্রত্যাহার এবং পুনরায় নির্গত করার ফলে পশুর নদীর পানি প্রবাহের উপর কী প্রভাব পড়বে তার গভীর পর্যালোচনা ছাড়া শুধু "নদীর হাইড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন নাও হতে পারে" বলে মন্তব্য করা হয়েছে	▪ পশুর নদী একটি জোয়ার ভাটা প্রভাবিত নদী ▪ নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নদী পুনঃখননের ব্যবস্থা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ▪ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহৃত পানি পরিবেশ অধিদপ্তরের মানদণ্ড অনুযায়ী দূষণমুক্ত না করে নদীতে ফেলা হবে না

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
সালফার-ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা দেখানো: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী সংবেদনশীল এলাকায় SO_2 ও NO_2 নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০ মা.গ্রা/ঘ.মি. এবং আবাসিক এলাকায় ৮০ মা.গ্রা/ঘ.মি. ▪ সংশোধনের পূর্বের ইআইএ তে প্রকল্প থেকে নির্গত SO_2 ও NO_2 গ্যাসের ২৪ ঘণ্টার ঘনত্ব নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য প্রতিবেদনে সুন্দরবনকে আবাসিক ও গ্রাম্য এলাকা হিসেবে দেখানো হয় ▪ সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে SO_2 এবং NO_2 গ্যাসের নির্গমণের ২৪ ঘণ্টার মাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখতে দৈনিক হিসেবে দেখানোর পরিবর্তে বার্ষিক হিসেবে দেখানো হয় (যথাক্রমে ১৯.৩৬ মা.গ্রা./ঘ.মি. ও ২৩.৯ মা.গ্রা./ঘ.মি.) ▪ মাতারবাড়ি প্রকল্পে SO_2 বা NO_2 এর নিঃসরণের পরিমাণ কত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি	বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধন ২০০৫) অনুসারে SO_2 ও NO_2 এর সর্বোচ্চ মাত্রা প্রকল্প এলাকায় আবাসিক ও গ্রাম্য এলাকার মাত্রাকে মেনে চলে এবং সুন্দরবন এলাকায় সর্বোচ্চ মাত্রা সংবেদনশীল এলাকার মাত্রাকে মেনে চলে

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
ফ্লু-গ্যাস ডিসালফারাইজার বা এফজিডি (FGD) ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের অস্পষ্টতা: কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% এর চেয়ে বেশি হলে রামপালে এফজিডি ব্যবহারের কথা বলা হলেও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি স্থাপনের খরচ দেখানো হয়েছে সেখানে এফজিডি'র উল্লেখ নেই	▪ ০.৬% এর বেশি সালফার যুক্ত কয়লা আমদানি করা হবে না ▪ কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% এর কম হলে এফজিডি ব্যবহারের দরকার হবে না
বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কম এমন কর্মসংস্থান পরিকল্পনা: মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার আশ্বাস প্রদান করা হলেও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কারও কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই	▪ প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক পাওয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্তদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে ▪ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সমস্যা ও অনিয়ম (চলমান)

গবেষণার পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত
তথ্য উল্লেখ না করা: ▪ সুন্দরবন-সংলগ্ন প্রকল্প এলাকাটি যে 'বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিন' সংরক্ষণের স্বার্থে একটি ঘোষিত 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' (২০১০ সালের প্রজ্ঞাপনমূলে) তা বিবেচনা করা হয় নি ▪ রামপাল প্রকল্পে বায়ু প্রবাহের রিডিং রামপাল বা সুন্দরবন এলাকা থেকে নেওয়া হয় নি ▪ প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকায় কোন কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার কোনো তালিকা দেওয়া হয় নি; প্রকল্পের ফলে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে কি না তাও উল্লেখ করা হয়নি ▪ উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসে নি	▪ প্রস্তাবিত খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ প্রণয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়েছে ▪ পরিবেশ অধিদপ্তরের টিওআর অনুসরণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য হিসেবেই প্রমাণ করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে কোনো প্রতারণা বা তথ্য বিকৃত করা হয় নি ▪ প্রতিবেদনের ইএমপি'তে প্রদত্ত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে সকল ক্ষেত্রে আশংকামুক্ত থাকা সম্ভব হবে

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

- রামপাল প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসরণের কথা বলা হয়

- মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য প্রণীত Land Acquisition and Resettlement Action Plan এ (১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও (২) জাইকা গাইড লাইন ২০১০, (৩) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অপারেশন পলিসিস, (৪) দি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সেইফগার্ড পলিসিস অনুসরণের কথা বলা হয়

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

১. **ভূমি অধিগ্রহণ আইনের দুর্বলতা**: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এ কারা 'ক্ষতিগ্রস্তের' আওতায় পড়বে তা সুনির্দিষ্ট না থাকায় ভূমির স্বত্বাধিকারহীন মানুষের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃতি পায় নি

২. **ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার জটিল ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া**:
(ক) রামপাল প্রকল্পে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হলেও এখনো অনেকে ক্ষতিপূরণ পায় নি
(খ) মাতারবাড়ি প্রকল্পের ৩৬৮১টি'র অধিক ক্ষতিপূরণের আবেদন জমা হলেও ১৮/০২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৪৯২টি আবেদনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা (চলমান)

৩. **বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণঃ** স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসারে বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ফলে জমির মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

মৌজা	জমির ধরন	ক্ষতিপূরণ মূল্য (৫০% প্রিমিয়ামসহ)	প্রকৃত বাজার মূল্য
ধলঘাটা (৪০ ডেসিমাল)	লবণ	২.৫ লাখ টাকা	৫-৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	৩.৫ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
মাতারবাড়ি (৪০ ডেসিমাল)	লবণ	৪.৫ লাখ টাকা	৫-৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	১০-১২ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
রামপাল (১০০ ডেসিমাল)	কৃষি/চিংড়ি	২ লাখ ৭০ হাজার টাকা	৫-৬ লাখ টাকা

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

১. **পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা:**

(ক) দুইটি প্রকল্প এলাকাতেই সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে কোনো কিছু জানানো হয় নি; মাতারবাড়িতে সাধারণ মানুষ জানতো এখানে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর করা হবে এবং কয়েক বিঘা জমি সেখানে অধিগ্রহণ করা হবে

(খ) বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয় নি, বরং প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলোই উপস্থাপন করা হয়েছে

(গ) রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হুমকির মুখে জনগণ স্টেকহোল্ডার সভায় অংশগ্রহণ করে

২. **জনগণের আপত্তি নিষ্পত্তি না করা:** উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ আপত্তি জানায়, কিন্তু এসব আপত্তি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি

৩. **নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করেই জমি অধিগ্রহণ:** দুটি প্রকল্পেই অবস্থান ছাড়পত্র ও পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেই জমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণের পর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়েছে

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

৪. **ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পূর্বেই জমির দখল গ্রহণ:**

(ক) রামপাল প্রকল্পে যথাযথ প্রক্রিয়ায় (৬ ধারা ও ৭ ধারা) নোটিশ না দিয়েই জমি অধিগ্রহণ

(খ) মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ না দিয়েই জমি থেকে উচ্ছেদ

(গ) জাপান সরকার প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল থেকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রদান করেছে যা জলবায়ু তহবিল ব্যয়ের যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে

৫. **রিট আবেদনের নিষ্পত্তি না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন:** প্রকল্প বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টে করা একাধিক রিট আবেদনের নিষ্পত্তি না করেই ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে

৬. **চিংড়ি ঘের ও লবণ মিলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অনিয়ম:**

(ক) মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে (১৩৩৫ একর X ২৮৮.৬৫ কেজি একর প্রতি উৎপাদন X ৮০০ টাকা প্রতি কেজি = ৩০,৮২,৮৮,৮৮০ টাকা)

(খ) সবগুলো ঘেরের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও বাস্তবে সবগুলো ঘেরে চাষ হয় না

(গ) একটি পরিত্যক্ত লবণ মিলের বিপরীতে প্রায় ৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

৭. **আরবিট্রেশনের নামে হয়রানি:** ক্ষতিপূরণের ফাইলে হয়রানিমূলক আরবিট্রেশন দেওয়া; আইনজীবী নিয়োগ, নির্ধারিত তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট না বসার কারণে বার বার তারিখ বদল

৮. **তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকা:** কোনো প্রকল্পেরই বিস্তারিত তথ্য জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করার কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি

৯. **প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের হুমকি ও নির্যাতন:**

(ক) উভয় প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করাসহ বিভিন্ন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেওয়া হয়

(খ) রামপালে প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতা একটা জনসভায় বলেন, “প্রকল্পের বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে তাদের জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে”

(গ) রামপাল প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে মামলা করা হয়েছে; পুলিশের ভয়ে অনেকে পলাতক জীবন যাপন করছে

(ঘ) মাতারবাড়িতে একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, “কয়লা প্রকল্পের বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল”

ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ প্রদানে আর্থিক দুর্নীতি

পর্যায়		ঘুষের পরিমাণ (টাকা)	
		মাতারবাড়ি	রামপাল
ইউনিয়ন পর্যায়	১. ৭ ধারার নোটিশ	২০০-৩০০	
	২. ওয়ারিশ সনদ	১২০	
	৩. জন্ম সনদ	১২০	
	৪. ক্ষমতাপত্র (নাদাবি পত্র)	৫% (ক্ষতিপূরণের পরিমাণের)	
	৫. খাজনা আদায়	৪৬০ টাকা (প্রতি ৪০ শতাংশ)	
জেলা পর্যায়	৬. ফাইল জমা দান	১০০-৫০০	• প্রতিটি ফাইল প্রসেসিং-এ মোট ক্ষতিপূরণের ৩%-১০% পর্যন্ত অগ্রিম ঘুষ আদায়
	৭. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন	৫০০-৩,০০০	
	৮. কানুনগোর প্রতিবেদন	৫০০-৩,০০০	
	৯. মিস কেসের তারিখ নেওয়া	১০০-২০০	
	১০. চেকে এডভাইস	১০% (মোট ক্ষতিপূরণের)	
	১১. চেকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর	২,০০০-৭,০০০	

কেস: চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ (মাতারবাড়ি)

চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং প্রদানে দুর্নীতি

- ১০টি ঘেরকে ২৫টি ঘের এবং সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ না হলেও তা দেখিয়ে ৩০ কোটি ৮২ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮০ টাকার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে
- ইতোমধ্যে প্রায় ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হয়েছে
- ১১৪ জন ঘের ইজারদারের অধিকাংশই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা প্রকৃত ইজারাদার নয় এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে যুক্ত সিন্ডিকেটের সদস্য

গৃহীত পদক্ষেপ

- ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত আনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক সার্টিফিকেট মামলা দায়ের, যার স্বাক্ষরে এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়
- ভূমি অধিগ্রহণ কার্যালয়ের চার কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের; একজনকে সাসপেন্ড এবং অপর তিনজন কর্মচারীকে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়
- জেলা প্রশাসকসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে
- দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এই দুর্নীতির সাথে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে

সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- আইনি সীমাবদ্ধতা
- পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুপস্থিত
- বিদ্যমান আইন অনুসরণ না করা
- জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা
- ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়াগত জটিলতা
- প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত না করা
- সরকার কর্তৃক অসংবেদনশীল আচরণ

ফলাফল

- ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
- বহুমাত্রিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের আওতায় না আনা
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ন্যায়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত না হওয়া
- প্রকল্প বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা ও হয়রানি
- আর্থিক দুর্নীতি
- প্রকল্প বিরোধী গণরোষ সৃষ্টি

প্রভাব

- পরিবেশগত ক্ষতির আশংকা
- প্রকল্প এলাকার অধিবাসীদের বাস্তুচ্যুতি
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি
- সামাজিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব
- দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রামপাল ও মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয় নি
- দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে পরিবেশের ক্ষতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে
- ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সীমাবদ্ধতা এবং যথাযথ তদারকি না থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে
  - ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রশাসনের একটি শ্রেণি সরাসরি দুর্নীতির সাথে জড়িত, ফলে নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দেওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত বলে বিবেচিত হচ্ছে (দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ)
  - প্রশাসনের যোগসাজশে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে ব্যাপক সুবিধা অর্জন করেছে
- ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতি হয়েছে যা বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে

সার্বিক পর্যবেক্ষণ (চলমান)

- দুটি প্রকল্পেই তথ্য উন্মুক্ত করার বা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না/ নেই
- প্রকল্পগুলোর জন্য সম্পাদিত যৌথ অংশিদারিত্ব বা ঋণ চুক্তি জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হয় নি
- সৃষ্ট সংকট বিবেচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংবেদনশীল আচরণ করতে দেখা যায় নি
- ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুমকি, নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট প্রকল্প বিরোধী গণরোষ দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পগুলোর জন্য স্থায়ী ঝুঁকির সৃষ্টি করছে

সুপারিশ

ক. রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্প সংক্রান্ত

১. রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও কোনো ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মূল্যায়নসাপেক্ষে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

২. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ উপদেষ্টা পর্ষদ ও পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে

৩. নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ পূর্বক এ দুটি প্রকল্পের সকল ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (জমির মালিক ও ইজারাদারদের পাশাপাশি জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল) তালিকা প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ বিস্তারিত জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে

৪. ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় ‘ওয়ান স্টপ’ সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশ (চলমান)

৫. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৬. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

খ. ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

৭. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পন্ন করা

- পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ

সুপারিশ (চলমান)

৮. স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন ১৯৮২ সংস্কার করে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যূনতম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন

খ. ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ/ মতামত গ্রহণের বিধান রাখা

গ. জমির স্বত্বাধিকারী এবং স্বত্বাধিকারহীন উভয় ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আওতায় নিয়ে আসা

৯. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আলাদা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে

১০. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদিত অংশীদারিত্ব এবং ঋণ চুক্তি জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে

১১. প্রকল্প থেকে পাওয়া লভ্যাংশের একটা অংশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে ভূমি হারানো ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশ (চলমান)

গ. সার্বিক

১২. পরিবেশের দূষণ বিবেচনা করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতের মত নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে

ধন্যবাদ

বৃহদাকার কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ

ক্রম	বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগওয়াট)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়
১	রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র	১৩২০	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ	জুন ২০১৯
২	মহেশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (মালেয়শিয়া)	জুন ২০২৩
৩	পটুয়াখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০২২
৪	পটুয়াখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	
৫	মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	সিপিজিসিবিএল	জুন ২০২১
৬	মহেশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২)	১৩২০	বিপিডিবি	জুন ২০২১
৭	আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	এপিএসসিএল	
৮	মহেশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০২১

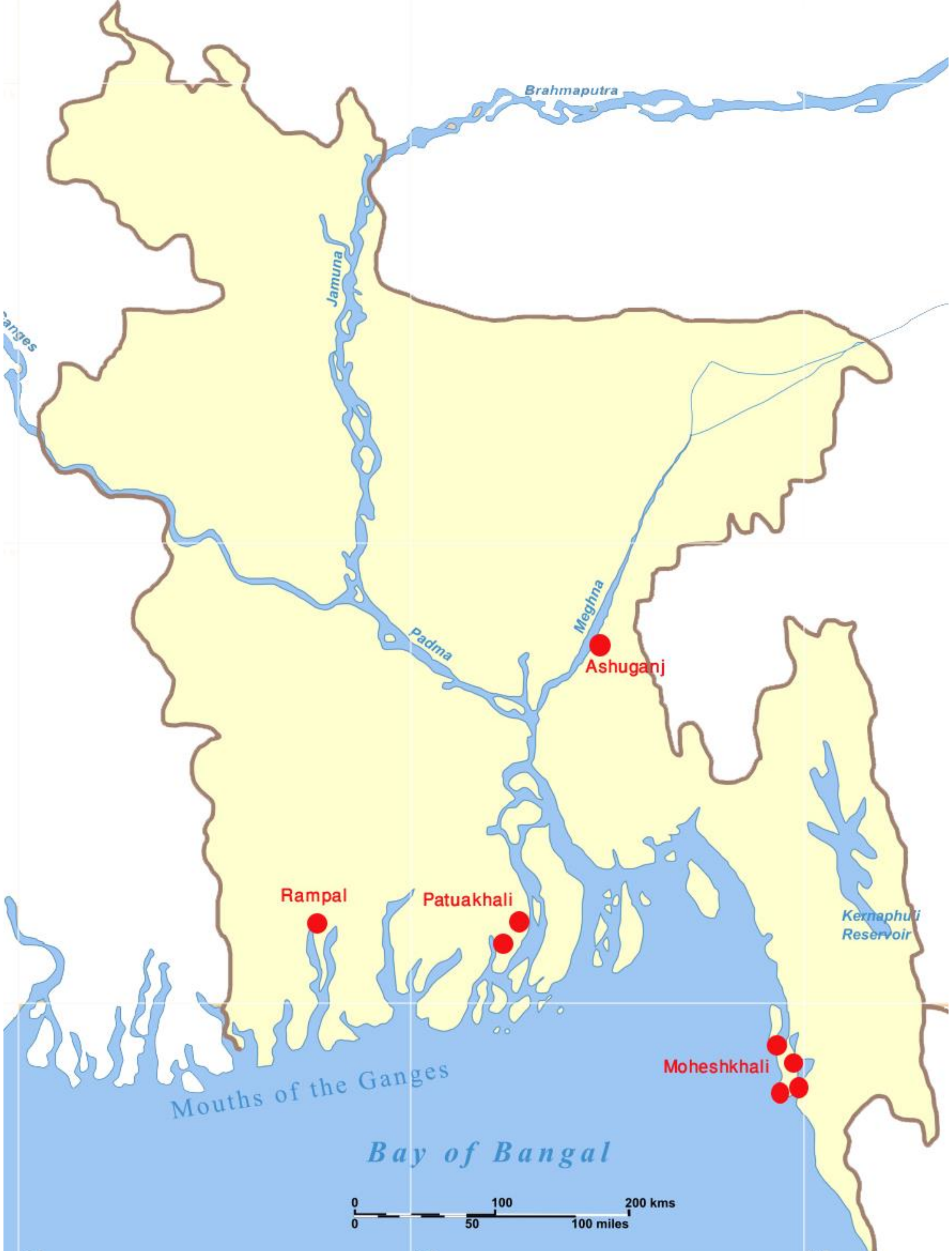
Brahmaputra
Ganges
Jamuna
Meghna
Padma
Ashuganj
Rampal
Patuakhali
Kernaphuli Reservoir
Moheshkhali
Mouths of the Ganges
Bay of Bangal
0 100 200 kms
0 50 100 miles

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া

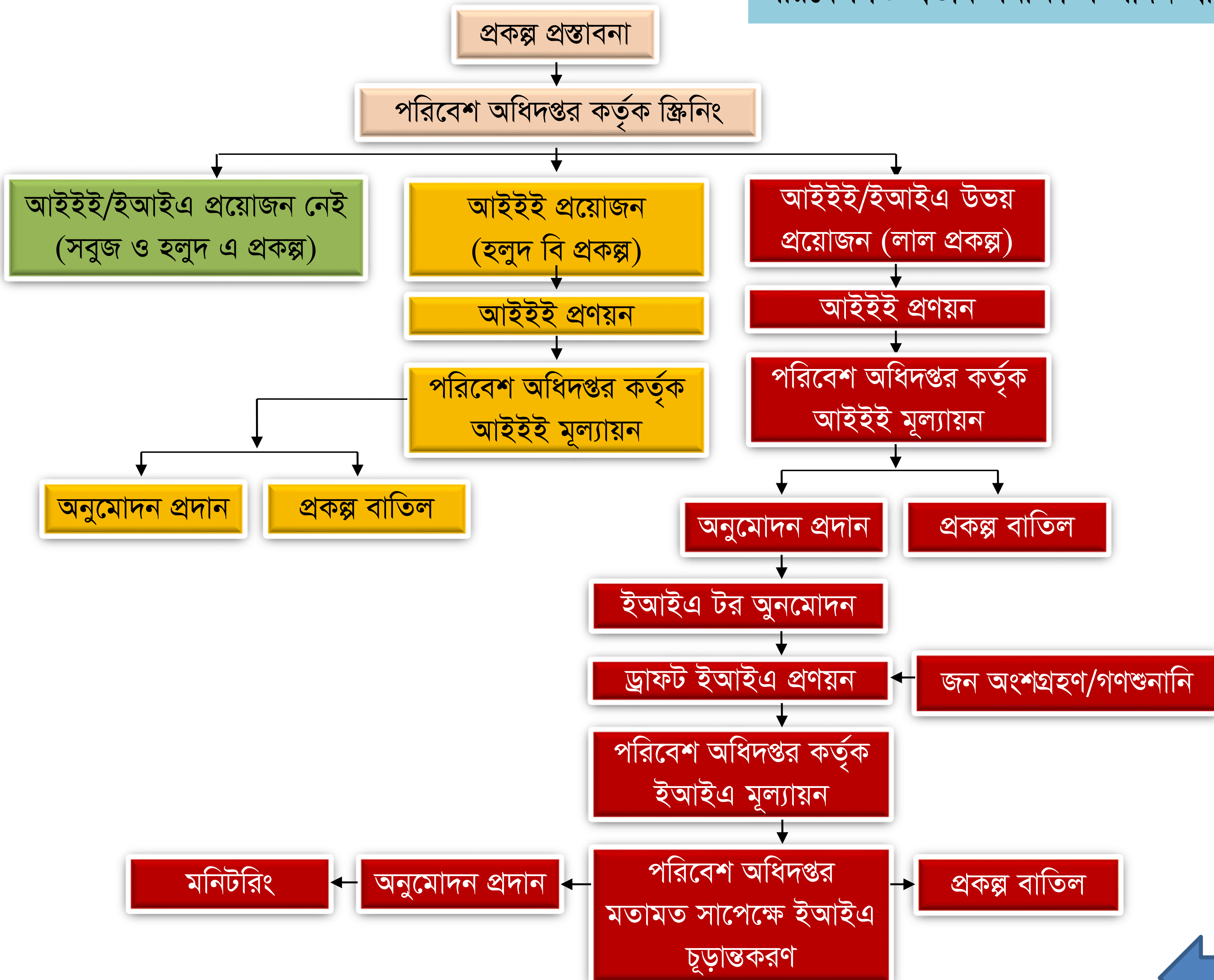

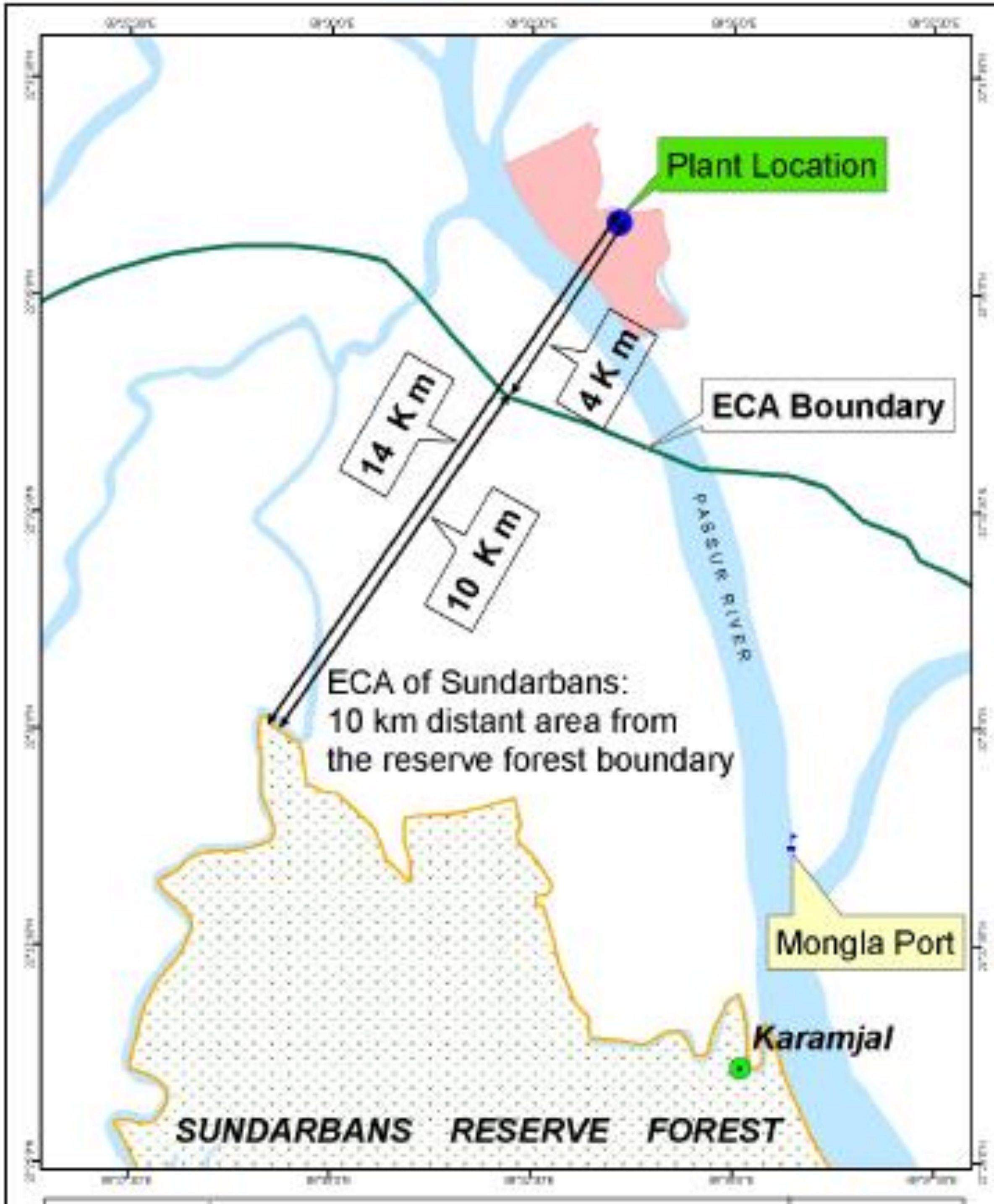

সূত্র: ইআইএ, রামপাল

সূত্রঃ ইআইএ, মাতারবাড়ি

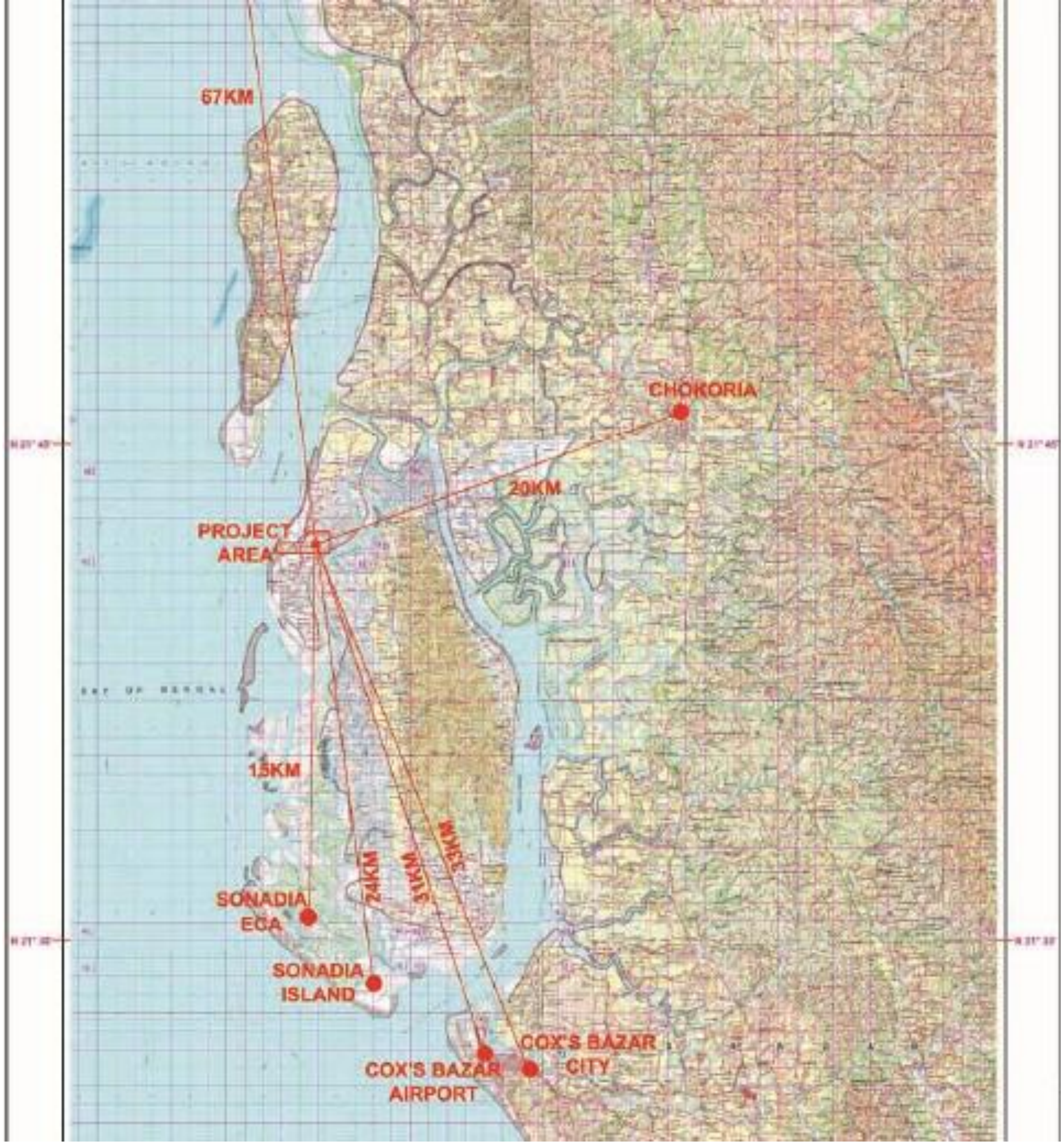

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

৪ নভেম্বর ২০১০

২৪ এপ্রিল ২০১৩

১২ জানুয়ারি ২০১৫